“দাও অমৃত, মৃতজনে”

ডালিয়া নিলুফার

কাগজ বেরুচ্ছে। লোকজন ময়দান ছেড়ে এবার কাগজে-কলমে লড়বে বেশী, এইরকম একটা চিন্তা মাথায় আসবার পর বেশ স্বস্তি পাচ্ছিলাম। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও আশংকা হচ্ছিল যে, একটি অন্যটিকে অনর্থক তাড়াও করবে কিনা। অথচ বলবার হক সকলেরই আছে। শেষ কথা বলবার হক তো আরও বেশী। কাজেই অনুমান করছি খবরের বাজার এবার নিশ্চিত জমে যাবে। অবশ্য সেই সাথে কম্যুনিটির লোকজনের উপর মিডিয়ার নজরদারি যে আরও খানিক বাড়ল তাও বুঝতে পারছি। দু'টি মাত্র চোখ দিয়ে যারা পর্যাপ্ত দেখতে পাননা তাদের জন্য সুবিধেই হলো। লেকজন হুলোট খেলো কি কড়কে গেল এবার জ্যান্ত দেখা যাবে সব। আশা করছি মিডিয়ার খবরদারী সুধীজন সামলে চলবেন।

বাঙ্গালীরা দেশে বহু কিছু নিয়ে বেচেঁ থাকে। খালি পেটে গান করে। স্বপ্ন দেখে। দিশেহারা অনিশ্চিত মানুষ। তবু বাঁচে। মরতে মরতেও। কারন স্নায়ুতন্ত্রকে স্পর্শ করার মত ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন। ছাপাও হচ্ছে তেমনি। একনাগাড়ে। এখানে এক রত্তি কম্যুনিটি। বিনোদন বলতে নিমন্ত্রণ বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবং সময়ে অসময়ে মন্দ কথার প্রচারণা। যা অস্বাস্থ্যকর হলেও মুখরোচক। এখানে ভোগের সরঞ্জাম যেমন বেশী উপভোগের সরঞ্জাম তেমনি কম। যেকারনে প্রায়ই দখা যায় ব্যক্তি জীবনের পরিচ্ছন্ন আড়ালটুকু পর্যন্ত থাকে না। স্বস্তি নিয়ে একেবারে নিজের মত করে বেঁচে থাকাটা প্রায় অসম্ভব। গগন ঠেকা বিড়ম্বনা এমনিই এসে হাজির হয়। মানুষকে আক্রমণ করার উপায় যেন বাড়তে বাড়তে তার সপ্তকে পৌঁ ছালো। তাই ঘরোয়া আরামটুকু শেষ পর্যন্ত থাকে কিনা সেই আশংকা করি।

দেখছি, মানুষ কেমন ক্ষ্যাপাটে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আক্রমন যথাযথ হলে তার প্রতি সকলেরই সমর্থন থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র হেয় করবার জন্য যে আক্রমণ সেটি স্পষ্টতঃ মনের নিচুতা। দেখা গেছে আর কিছু না থাকলে শেষ পর্যন্ত বংশ মর্যাদা বা জীবিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। বিদ্রুপ করা হয়। এই অপ্রয়োজনীয় কটাক্ষ এবং আক্রমণের কাছ থেকে ক্ষমা চাচ্ছি। তবে সমাজের অনেক ত্রুটি, অনেক ভুল এবং বহু রকম অন্যায় অনাচার সম্পর্কে আমরা জেনেও জানি না, দেখেও দেখি না। সেইসব তুলে ধরে সাধারন মানুষকে ক্রমাগত ক্ষতি এবং ভোগান্তির হাত থেকে রেহাই দিচ্ছেন। সেইখানে কাগজের সার্থকতা এবং কৃতিত্ব স্বীকার করি। সত্যাসত্যর যে বিচারে সাধারণ মানুষ সামান্য হলেও ভরসা পায়। সচেতন হয় অনেক বেশী। সুনাম এবং দুর্নামের ইতিহাস নিয়ে কাগুজে কারবার। তাই লোকে সুখ্যাতি যেমন পাচ্ছে, তেমনি অখ্যাতিও। যারা এতকাল মগজে ধার দিচ্ছিলেন উল্টো দিক দিয়ে এবং যাবতীয় ভেজাল কাজকর্মের পিছনে বিস্তর শ্রম আর মেধা খরচ করে ফেলেছেন তাদের সম্পর্কে কিছুটা জেনে মামুলী লোকজন গা ঝেড়ে দাঁড়াবেন। কাগজের কাছে ঋণী থাকবেন।

মানুষ আজকাল নিজেকে সাধারন ভাবতে চায়না। বোধহয় ভালোও বাসে না। তাই কমবেশী সকলেই প্রচারমুখী হয়েছি । প্রতিযোগীতাও হচ্ছে সেইরকম। অপ্রয়োজনীয় হলেও। ভুলে যাচ্ছি অগ্রজের মর্যাদা। গুরুজনের সম্মান। সবকিছু উপেক্ষা করে কেবল সরাসরি নিজেকে সামনে এনে দাঁড় করাই। ভালো থাকবার সহজ উপায়গুলি কিভাবে কিভাবে যেন মন থেকে এক রকম মুছেই গেল। প্রচারে। প্রতিযোগীতায়। নিছক কাগুজে আনন্দ দিতে চেষ্টা করেন কেউ কেউ। এক লিটার মিথ্যেতে মিশে যাচ্ছে কুড়ি মিলিলিটার সত্য। যা মিথ্যাকে টাটকা রাখছে দীর্ঘদিন। আর তৈরী হচ্ছে মজাদার খবর। লোকে খাচ্ছেও তেমনি। অথচ মানুষ বরাবর সতের কদর করে। শুনতে ভালো না বাসলেও। তবে বেশী বেশী সত্য বলার দূর্ভোগও অনেক। লোকে সত্য জানতে চায় ঠিক, আবার বেড়িয়ে পড়া সত্যকে মুখ চেপে বন্ধ করতেও লোকের অভাব হয়না দেখি। বড় আজব দুনিয়াদারী!

তবে কখনও কখনও কাগজওয়ালাদেরও একহাত দেখিয়ে দেবার ধাত আছে জানি। এবার তাই সমবেত যাত্রায় পত্রিকাগুলো আপন আপন স্বাধীনতা বজায় রেখে নিরপেক্ষ হবেন বলে বিশ্বাস করি। অন্ততঃ সাধারন মানুষজন তাই চায়। সৃজনশীলতাকে আগলে রাখুন। প্রকাশনাগুলি হোক বঙ্গালীর আত্মজীবনীর মত। তাতে আনন্দ এবং বেদনা দুইই মিশে থাক। বাণিজ্যিক, অবাণিজ্যিক কথাবার্তাও হোক অলপ বিস্তর। পরিশীলিত। অনেকে সওদাগরী চিন্তা ভাবনাও করবেন। মানি, তারও প্রয়োজন আছে। তবে বিপননযোগ্য হওয়া চাই।

'মঞ্চ' বললেই যেমন বোঝায়- উত্তেজনা, দাপাদাপি। উচ্চ কণ্ঠের প্রতিশ্রুতি। আশ্বাস। এবং সত্য মিথ্যার দীর্ঘ বয়ান বক্তৃতা। 'কাগজ' বললেই তেমনি বোঝায় বিস্তর ঘটনা। এবং রটনা। চমকে যাবার মত সুনাম এবং দূর্নাম। দীর্ঘ। সংক্ষীপ্ত। কাগজ মানেই ঢোল নয়। তরবারীও নয়। এ হলো সেই 'অমৃত'-যা আহরন করে সাধারন অসাধারন সমস্ত মানুষই বেঁচে থাকতে চায়। সেই 'অমৃত' আমাদের সকলকে সুস্থ রাখুক।